জামালপুর : *মুন্নিয়ার চর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক ছাত্রীকে পাঠদান করাচ্ছেন ভাড়াটে শিক্ষক - জনকণ্ঠ*

ভাড়াটে শিক্ষক দিয়ে চলছে যমুনা চরের প্রাথমিক শিক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জামালপুর ॥ ইসলামপুরে যমুনার দুর্গম চরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় চলছে ভাড়াটে শিক্ষক দিয়ে চলছে পাঠদান ও অন্যান্য কার্যক্রম। ইসলামপুর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল গফুর খানের বিরুদ্ধে মাসোহারার বিনিময়ে আওয়ামী সমর্থিত শিক্ষকদের চাকরি না করেই বেতন উত্তোলনের সুযোগ দেওয়াসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। উপজেলার যমুনার চরের ১১টি স্কুলের শিক্ষকরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে স্কুলে রেখেছেন ভাড়াটে শিক্ষক। সরেজমিনে পরিদর্শন করে যমুনার চরের কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যায়লয়ে ভাড়াটে শিক্ষকের উপস্থিতি দেখা যায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ ঢাকা, ময়মনসিংহ, জামালপুর ও ইসলামপুর শহরে বসবাসকৃত শিক্ষকরা মাসের পর মাস স্কুলে অনুপস্থিত থাকছেন। কিন্তু বেতন-ভাতা উত্তোলন বন্ধ নেই। চরের শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতিদের সামান্য বেতনে ভাড়াটে শিক্ষক হিসেবে রেখেছেন তারা। অন্তত ১১টি বিদ্যালয়ে এই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। জানা যায়, তৎকালীন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা

শিক্ষকরা থাকেন শহরে

কর্মকর্তা মোহাম্মদ বেরদৌস সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাদের ক্লাস্টার বণ্টন করে যান। ভারপ্রাপ্তের দায়িত্ব নিয়েই গফুর খান আগের শিক্ষা কর্মকর্তার আদেশ বাতিল করে ভাড়াটে শিক্ষকের সুযোগ দিতে আবারও দায়িত্ব নেন চিনাডুলী ক্লাস্টারের। ওই ক্লাস্টারের আওতায় যমুনার চরের চেঙ্গানিয়া, দিঘাইড়, উত্তর দিঘাইড়, চর দিঘাইড়, কাঁসারিডোবা, চরশিশুয়া, মন্নিয়া, জিগাতলা, চরবরুল, সিন্দরতলী এবং সাপধরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সরেজমিনে দুর্গম চরের চেঙ্গানিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, স্থানীয় এক যুবক শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নিচ্ছেন। পরিচয় জানতে চাইলে কেটে পড়েন। একই চিত্র দেখা যায় দিঘাইড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ১১টি বিদ্যালয়ে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, চেঙ্গানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শান্তানুর জামালপুর, উত্তর দিঘাইড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুজ্জামান, কাঁসারিডোবা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এন্তাজ আলী জামালপুর, জিগাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সোমা আক্তার জামালপুর, সাপধরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ জামালপুর, মন্নিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শারমিন আক্তার ময়মনসিংহ এবং চরদিঘাইড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আনজু মনোয়ারা ঢাকায় অবস্থান করে ভাড়াটে শিক্ষক দিয়ে বছরের পর বছর স্কুল ফাঁকি দিয়ে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করছেন। এসব অভিযোগ প্রসঙ্গে শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল গফুর খান বলেন, এগুলো পাগলের কথা।

অভিযোগ হয়েই থাকে। এতে আমি ভীত নই। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাহানারা খাতুন বলেন, আমি ইসলামপুর উপজেলায় নতুন যোগদান করেছি। খোঁজ নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোফাজ্জল হোসেন খান বলেন, ইসলামপুর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল গফুরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ পেয়েছি।